পোশাকে শিল্পকলার উপাদান ও নীতি

ইউনিট
১৪

ভূমিকা

বিশেষ কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কোন কিছু তৈরি করাকে শিল্পকলা বলা হয়। মানুষের অনুভূতির প্রকাশই শিল্প। Art is Expression of Impression. আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিল্পকলার প্রয়োজন। গৃহসজ্জা, খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন, পোশাক পরিচ্ছদ, পরিধান, কেশবিন্যাশ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিল্পকলার ছোঁয়ায় সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে ওঠে। তবে শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পকলার উপাদান ও নীতিসমূহের যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাই কোনো জিনিসকে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও শিল্পসম্মত করতে হলে শিল্পকলার উপাদান ও নীতি অনুসরণ করতে হবে।

এ ইউনিটে শিল্পকলার উপাদান, শিল্পকলার নীতি এবং পোশাকে শিল্পকলার উপাদান ও নীতির প্রয়োগ ও ব্যবহার আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন।**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১৪.১ : পোশাকে শিল্পকলার উপাদান
পাঠ - ১৪.২ : পোশাকে শিল্পকলার নীতি
পাঠ- ১৪.৩ : পোশাকে শিল্পকলার উপাদান ও নীতির প্রয়োগ

পাঠ-১৪.১ পোশাকে শিল্পকলার উপাদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্পকলার উপাদানসমূহের নাম বলতে পারবেন;
- শিল্পকলার উপাদানসমূহের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

শিল্পকলার বিভিন্ন উপাদান প্রয়োগ করে পোশাককে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলা যায়। শিল্পকলার উপদানগুলো নিম্নরূপ–

১। রং (Colour), ২। রেখা (Line), ৩। আকার (Shape), ৪। জমিন (Texture) ৫। বিন্দু (Dot)

১। রং (Colour)

পোশাকের ডিজাইনে রং এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রং এর পরিবর্তনে ডিজাইনটি আমূল পরিবর্তিত হতে পারে। পোশাকে ডিজাইনের মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন না করে কেবল রং পরিবর্তন করেও পোশাকে অসংখ্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। আবার রং এর সঠিক ব্যবহার না হলে পোশাকটির সৌন্দর্য ব্যহত হয়।

রং এর বিভিন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন– পোশাকে লাল রঙের ব্যবহারের ফলে মানসিক প্রশান্তির অনুভূতি লাভ করা যায়। মনকে আনন্দ ও উৎফুল্লে ভরে তোলার ক্ষেত্রে হলুদ রং এর পোশাকের ভূমিকা রয়েছে। পোশাকে সাদা রং শুভ্রতা আনয়ন করে। পোশাক সুন্দর, আকর্ষণীয় ও মনোরম করে তোলার ক্ষেত্রে রং এর ভূমিকা সর্বাধিক।

রং ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায। ব্যক্তিত্ব বিকাশে রঙের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উজ্জ্বল রং ব্যবহারের ফলে শ্যামলা মেয়েকে ততটা শ্যামলা মনে হয় না, অপর দিকে ফর্সা মেয়ের হালকা রং উপযোগী। এ ছাড়াও ব্যক্তির বয়স, শারীরিক গঠন, আবহাওয়া, উৎসব ও উপলক্ষ্য প্রভৃতি ভেদে রং এর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

২। রেখা (line)

পোশাকের আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে রেখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেখার বিভিন্ন ব্যবহারের ফলে পোশাকে আসে বৈচিত্র্য। লম্বা, আড়াআাড়ি, খাড়া, গোল, তির্যক প্রভৃতি রেখার ব্যবহার একদিকে যেমন পোশাককে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলে অন্য দিকে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করে। যেমন–

লম্ব রেখা বা খাড়া রেখা (Vertical line)

লম্ব রেখা দৈর্ঘ্য বাড়ার ফলে ব্যক্তিকে লম্বা দেখা যায়। সে কারণে যারা মোটা ও বেঁটে তাদের লম্ব রেখার পোশাক পরিধানের ফলে আপাতদৃষ্টিতে ততটা মোটা ও বেঁটে মনে হয় না। লম্ব রেখা সাহস ও সততা প্রকাশ করে।

আড়াআড়ি বা সমান্তরাল রেখা (Horizental line)

আড়াআড়ি বা সমান্তরাল রেখা দৃষ্টিকে কাছে নিয়ে আসে ও দৈর্ঘ্য কমায়। সে কারণে ছোট ও প্রশস্ত মনে হয়। লম্বা রোগাপাতলাদের আড়াআড়ি রেখার পোশাক পরিধান করলে ততটা রোগা পাতলা ও লম্বা মনে হবে না। আড়াআড়ি রেখা বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আনে।

বক্র রেখা (Curve line)

বক্র রেখা দৈর্ঘ্য কমায় সেই সঙ্গে সৌন্দর্য ও লাবণ্য সৃষ্টি করে। ব্যক্তির মধ্যে চঞ্চল ভাবের সৃষ্টি করে।

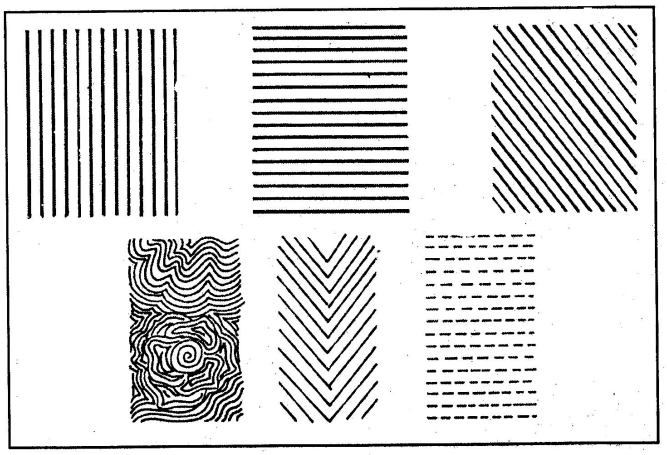

চিত্র ১৪.১.১ : বিভিন্ন ধরনের রেখা

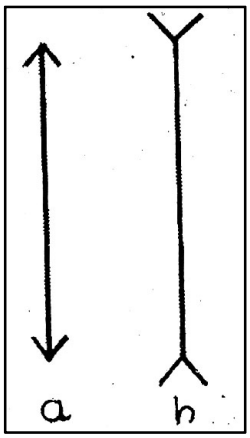

চিত্র ১৪.১.২ : মুক্ত ও বদ্ধ রেখার প্রভাব

তির্যক বা কোণাকোণি রেখা (Diagonal line)

তির্যক বা কোণাকোণি রেখা দৈর্ঘ্য বাড়াতেও পারে কিংবা কমাতেও পারে। দ্বৈত ভূমিকা পালনে তির্যক রেখা সহায়তা করে। ফলে কখনো কখনো পোশাক লম্বা ও কখনো কখনো খাটো ও প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে তির্যক রেখা ব্যবহৃত হয়। তির্যক রেখা সংযমের পরিচয় দেয়।

জিগজ্যাগ রেখা (Zigzag line)

জিগজ্যাক রেখা পোশাককে আরামদায়ক, গতিশীল ও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। এ ধরনের রেখার অধিক ব্যবহার আরামদায়ক হয় না।

৩। আকার (Size)

প্রত্যেকটি পোশাকের এক একটি আকার থাকে। পোশাকের আকার পোশাককে সৌন্দর্যময় ও কার্যকরী করে তোলে। যেমন- সালোয়ারের আকার ও কামিজের আকার। পোশাকের আকার আকৃতি ব্যবহার করে ব্যক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে ছোট বা বড় করা যায়। পোশাকে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে আকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- কামিজ বা ব্লাউজের গলার আকার V (ভি), U (ইউ), ○ (গোল), □ (চার কোণা) আকৃতি দিয়ে একদিকে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য আনয়ন করা যায়, অন্যদিকে দৈহিক দোষ ত্রুটিও ঢাকা যায়।

৪। জমিন (Texture)

যেকোন বস্তুর উপরিভাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে জমিন বলে। পোশাকের ক্ষেত্রেও জমিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাপড়ের জমিন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন-মসৃণ, অমসৃণ, মোটা, মিহি বা পাতলা জমিন। মসৃণ জমিনের পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। ব্যক্তির শারীরিক গঠনকে স্পষ্ট করে তুলতে পারে। মসৃণ জমিনে বিভিন্ন ধরনের নক্শা সৃষ্টি করা যায়। অপরদিকে খসখসে জমিনের পোশাকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ম্লান করে দেয়। জমিন বিভিন্ন বস্তুর ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি করে। কাপড়ের জমিন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন- মসৃণ জমিনের কাপড় ও অমসৃণ জমিনের কাপড়। মসৃণ জমিনের পোশাক ব্যক্তির আকৃতিকে বড় করে। অন্যদিকে খসখসে জমিনের পোশাক ব্যক্তির আকৃতিকে ছোট করে। অমসৃণ বা খসখসে জমিন দিয়েও পোশাক আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করে তোলা যায়। মসৃন জমিনে যেকোনো রং চকচকে দেখায় এবং অমসৃন জমিনে রং হালকা হয়ে যায়। শীতকালের জন্য মোটা জমিন ও গ্রীষ্মকালের জন্য পাতলা মিহি জমিনের পোশাক উপযুক্ত।

৫। বিন্দু (Dot)

বিন্দু শিল্পকলার একটি উপাদান। গোলাকৃতি ক্ষুদ্র ফোটা বা দাগকে বিন্দু বলে। শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিন্দুকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। বিন্দুর বহুবিধ ব্যবহারের ফলে পোশাকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পোশাকে শিল্প উপাদান রং, রেখা, আকার, জমিন ও বিন্দু ব্যবহার করে কীভাবে বৈচিত্র্য আনা যায়, চিত্র অংকন করে দেখান।

সারাংশ

শিল্পকলার বিভিন্ন উপাদান যেমন- রং, রেখা, আকার, জমিন, বিন্দু ইত্যাদি পোশাকের ডিজাইনে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য প্রয়োগ করে পোশাককে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। তবে, শিল্পকলার এসব উপাদান যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে না পারলে ব্যক্তির সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়ে যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পোশাকে কোন ধরনের রেখার ব্যবহার পরিবধানকারীর উচ্চতা বাড়াতে পারে?

ক) লম্ব রেখা খ) আড়াআড়ি রেখা

গ) তির্যক রেখা ঘ) বক্র রেখা

২। খসখসে জমিনের পোশাক পরিধানকারী-

i) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ম্লান করে দেয়

ii) ব্যক্তির আকৃতি বড় করে

iii) ব্যক্তির আকৃতি ছোট করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

৩। কোন রং মনকে প্রফুল্ল ও উৎফুল্ল করে?

ক) সাদা খ) নীল

গ) সবুজ ঘ) হলুদ

পাঠ-১৪.২ পোশাকে শিল্পকলার নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্পকলার নীতিসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- পোশাকে শিল্পকলার নীতিসমূহের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

শিল্পকলার নীতি অনুসরণ ছাড়া শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়। শিল্পকলার নীতি যথাযথ প্রয়োগের ফলেই শিল্প আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর হয়ে ওঠে। সুন্দর, আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় পোশাকের ক্ষেত্রে শিল্পকলার নীতিসমূহ যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। শিল্পকলার নীতিসমূহের মধ্যে রয়েছে সমতা, সংগতি, ছন্দ, মিল ও প্রাধান্য।

সমতা বা ভারসাম্য (Balance)

কোন বস্তুর যথাযথ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হলে বস্তুর মধ্যে সমতা বা ভারসাম্য থাকতে হবে। ভারসাম্য বা সমতার অভাব ঘটলে সৌন্দর্য বাধাগ্রস্থ হয়। পোশাকের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও সমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমতা বা ভারসাম্যকে আমরা কখনো কখনো সামঞ্জস্যও বলে থাকি।

সমতা বা ভারসাম্য দুই প্রকার, যথা-

১) প্রত্যক্ষ ভারসাম্য

২) অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য

১। প্রত্যক্ষ ভারসাম্য : কোন পোশাকের উভয়পাশে বা দুই দিকে যদি একই আকারের বা একই ডিজাইনের হয় তখন আমরা তাকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য বা প্রত্যক্ষ সমতা বলে থাকি। যেমন কোন পোশাকের উভয় কাঁধ বরাবর নিচের দিকে কোন নকশা বা ডিজাইন দিয়ে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়। আবার অনেক সময় দুইপাশে ওড়না পড়ে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয়।

২। অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য: পোশাকে দুই পাশে একই ধরনের না হয়ে দুই পাশ দু রকম হলে অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য হয়। যেমন- কোন পোশাকের কাঁধের নিচ বরাবর এক পাশে ডিজাইন দিয়ে অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।

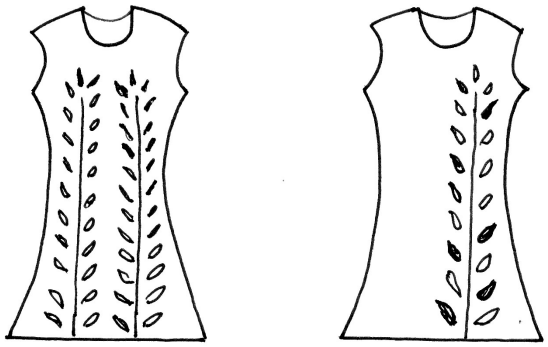

চিত্র ১৪.২.১: প্রত্যক্ষ ভারসাম্য ও অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য

অনুপাত বা সংগতি (Proportion)

কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংগতি থাকা আবশ্যক। যেমন- পোশাকের ক্ষেত্রে পোশাকের রং, নকশা, ডিজাইন, আকার, গঠন প্রভৃতির মধ্যে অনুপাত বা সংগতি থাকতে হবে। পোশাকের মধ্যে এসবের পারস্পরিক অনুপাত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে পোশাকের সৌন্দর্য যেমন ফুটে উঠবে না তেমনি পোশাকটি ব্যবহারও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে না। কাজেই পোশাকের সৌন্দর্য, আকর্ষণীয় ও ব্যবহারপযোগী করতে হলে অনুপাত বা সংগতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছন্দ (Rhythm)

শিল্পের ছন্দ রক্ষা করা শিল্পকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছন্দের মাধ্যমে চোখের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ছন্দ পতনের ফলে চোখের দৃষ্টি বাধাগ্রস্থ হয়। ছন্দ এমন একটি শিল্পনীতি যা মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। পোশাকের রং, নকশা, আকার, আকৃতির মাধ্যমে ছন্দ প্রবাহিত হয়। পোশাকে বিভিন্ন রেখা, বিন্দু বা নকশার মাধ্যমে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়।

মিল (Harmony)

শিল্প সৃষ্টিতে বিভিন্ন শিল্প বস্তু ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত শিল্প বস্তু সমাবেশের মিত্রতার নামই সমন্বয় বা মিল। পোশাকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে মিল থাকতে হবে। যেমন- পোশাকের নকশার সাথে রং, জমিন, আকার, আকৃতি প্রভৃতির মিল থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সালোয়ার-কামিজ-ওড়না, শাড়ি-ব্লাউজ, পেটিকোট ইত্যাদির মধ্যে মিল থাকতে হবে তা না হলে পোশাকের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা কখনোই সম্ভব হবে না।

প্রাধান্য (Emphasis)

প্রাধান্যের মাধ্যমে পোশাক সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। পোশাকের আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য যে নকশা বা ডিজাইন করা হয় তাই প্রাধান্য। বিভিন্ন রং নকশা বা ডিজাইন প্রয়োগ করে পোশাকের প্রাধান্য সৃষ্টি করে সাধারণ পোশাককেও অসাধারণ করে তোলা সম্ভব।

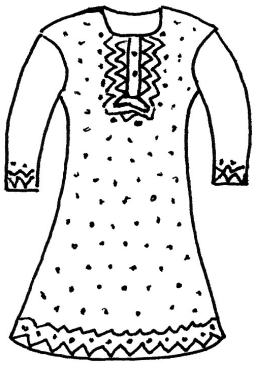

চিত্র ১৪.২.২ : পোশাকে প্রাধান্য সৃষ্টি

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাধান্য ও ভারসাম্য নির্দেশ করে একটি কামিজের নকশা প্রণয়ন করুন।

সারাংশ

শিল্পকলানীতি প্রয়োগ ছাড়া শিল্পকর্ম নান্দনিক হয়ে ওঠে না। শিল্পকলার নীতিগুলো হল- সমতা, অনুপাত, ছন্দ, মিল ও প্রাধান্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পোশাকের প্রাধান্য বলতে কী বোঝায়?
ক) পোশাকের মধ্যে সামঞ্জস্য খ) পোশাকের সৌন্দর্য
গ) পোশাকের গতিশীলতা ঘ) পোশাককে আকর্ষণীয় করতে কেন্দ্রস্থলের নকশা

২। পোশাকে শিল্পকলা নীতি বলতে বোঝায়-
i) রং, রেখা ও ছন্দ
ii) ভারসাম্য, অনুপাত, মিল ও প্রাধান্য
iii) আকার, আকৃতি ও জমিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii গ) iii ঘ) ii ও iii

পাঠ-১৪.৩ পোশাকে শিল্পকলার উপাদান ও নীতির প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোশাকে শিল্প উপাদানের প্রয়োগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পোশাকে শিল্পকলার নীতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পোশাক সভ্যতার ধারক ও বাহক। পোশাক মানব দেহের আভরণ, আবরণ ও আচ্ছাদন। পোশাকের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শালীনতা রক্ষা করা, বিভিন্ন ঋতুর আক্রমণ যেমন- শীত ও তাপ থেকে রক্ষা করা। ধুলাবালি ও বিভিন্ন রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা করা, জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং সেই সাথে সৌন্দর্য বর্ধন করা।

কোন কিছু সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলাকেই শিল্প বলে। শিল্প মানুষের অনুভূতির প্রকাশ। Art is expression of impression। শিল্পকলাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (১) কারুশিল্প ও (২) চারু শিল্প। পোশাক কারু শিল্পের অন্তর্গত। পোশাকের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য আনয়নে চারুশিল্প বা আলঙ্কারিক শিল্প প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ আধুনিক রুচিশীল পোশাক কারু ও চারু শিল্পের এক মিলিত প্রকাশ। তাই পোশাকে বৈচিত্র্য আনয়নে এবং একে নান্দনিক করে তুলতে শিল্পকলার নীতি ও উপাদানসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পকলার নীতি ও উপাদানসমূহের যথাযথ প্রয়োগ পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। পোশাকে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতির প্রয়োগ নিম্নে দেখানো হলো–

পোশাকে শিল্প উপাদানের প্রয়োগ

পোশাকে শিল্প উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ করলে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তেমনি তার দৈহিক ত্রুটিও আড়াল করা যায়। পোশাকে শিল্প উপাদানের যুক্তিসংগত সফল প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন। শিল্প উপাদানের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

রং : রং শিল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিভিন্ন রং ব্যবহার করে পোশাকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয় এবং পোশাকের সৌন্দর্য অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব, যেমন- হালকা থেকে গাঢ় রং এর ব্যবহার, বিপরীত রং এর ব্যবহার প্রভৃতি। উদাহরণস্বরূপ, একটি কামিজের নিচের অংশে গাঢ় নীল এবং উপরের দিকে আস্তে আস্তে হালকা নীলের টাইডাই এর ব্যবহার।

চিত্র ১৪.৩.১ : পোশাকে রেখার ব্যবহার

রেখা: রেখার ব্যবহার পোশাকের ডিজাইনে আমূল পরিবর্তন আনে। পোশাকে বিভিন্ন ধরনের রেখার ব্যবহারে ব্যক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে লম্বা, খাটো, মোটা, বেঁটে মনে হয়। আড়াআড়ি রেখার ব্যবহারে ব্যক্তিকে খাটো ও মোটা মনে হয়। লম্বালম্বি

রেখার ব্যবহারে ব্যক্তিকে লম্বা ও পাতলা মনে হয়। বক্র রেখা দৈর্ঘ্য কমায় কিন্তু সেই সাথে লাবণ্য সৃষ্টি করে। রেখার ব্যবহারের মাধ্যমে দৃষ্টিকে কাছে বা দূরে নেয়া সম্ভব। পোশাকে লম্ব রেখার ব্যবহার দৃষ্টিকে দূরে নিয়ে যায় এবং ব্যক্তিকে লম্বা দেখায়। আবার আড়াআড়ি রেখা দৃষ্টিকে কাছে নিয়ে যায়।

আকার : ব্যক্তির সৌন্দর্য বিশেষত দৈহিক আকৃতি ফুটিয়ে তুলতে আকার শিল্প উপাদানগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক পোশাকের নির্দিষ্ট আকার থাকে। কোন ব্যক্তি যদি তার আকারের চেয়ে ছোট বা বড় পোশাক পরে তবে তাকে বেমানান দেখাবে। যেমন-একজন বেঁটে মেয়ে যদি খুব লম্বা কামিজ পরে তবে তাকে বেমানান মনে হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট আকারের চেয়ে ছোট বা বড়, আটসাট বা ঢিলা পোশাক পরলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেতে পারে।

জমিন : পোশাকের জমিনের মাধ্যমে পোশাকের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের জমিনের পোশাক দেখা যায়। যেমন– খসখসে, মসৃণ, চকচকে, উঁচুনিচু প্রভৃতি। সাধারণত মসৃণ জমিনের পোশাক সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়। সুচি নকশা, অ্যাপ্লিক, বাটিক, ব্লক প্রভৃতি মসৃণ জমিনের পোশাকে প্রয়োগ করলে পোশাক সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেখায়। উৎসব আয়োজনে চকচকে জমিনের পোশাক মানানসই।

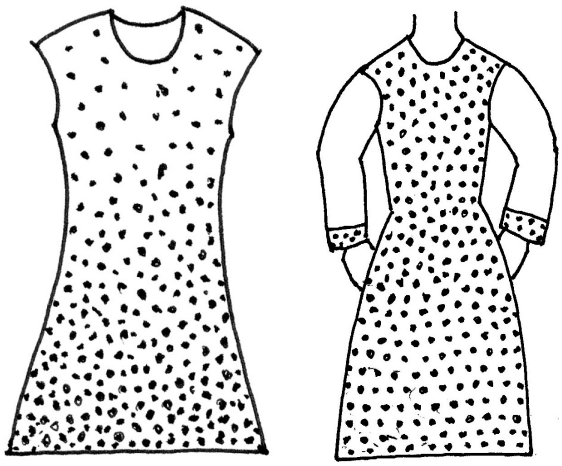

চিত্র ১৪.৩.২ : পোশাকে বিন্দুর ব্যবহার

বিন্দু : পোশাকের নকশা সৃষ্টিতে বিন্দুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিন্দুকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে পোশাকে নকশা সৃষ্টি করা যায়। যেমন- ছোট বিন্দু, বড় বিন্দু কিংবা একঝাঁক বিন্দু একত্রিত করে কোন পরিকল্পিত নকশা তৈরি করা যায়।

পোশাকে শিল্পকলার নীতির প্রয়োগ

ভারসাম্য : পোশাকে ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত জরুরী। ভারসাম্যহীন পোশাক তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারায় এবং পরিধানকারীর দৈহিক সৌন্দর্য বিনষ্ট করে। যেমন-পোশাকের এক অংশে গাঠনিক ও সজ্জামূলক ডিজাইনের আধিক্য বা বাহুল্য সম্পূর্ণ পোশাকের ভারাসাম্য নষ্ট করতে পারে। তাই সম্পূর্ণ পোশাককে বিবেচনায় এনে এর ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।

সংগতি : পোশাকের বিভিন্ন অংশের সাথে সংগতি বা অনুপাত থাকতে হবে। যেমন- কামিজের এক হাতা লম্বা ও সোজা এবং অন্য হাতা খাটো ও ঢোলা হলে এতে সংগতি বিধান হয়না। পোশাকের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সংগতি বা অনুপাত ঠিক থাকতে হবে। যেমন- কাঁধ, গলা, কোমর, লম্বা ইত্যাদি।

ছন্দ : একটি পোশাকের বিভিন্ন ডিজাইনে ব্যবহৃত রেখাগুলো যখন একটির পর একটি রেখাকে সন্তোষজনক ভাবে আকৃষ্ট করে তখন পোশাকের ডিজাইনে ছন্দ সৃষ্টি হয়। পোশাকে ছন্দ বা গতি থাকতে হবে। ছন্দের মাধ্যমে পোশাককে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব। যেমন-হালকা নীল কামিজ ও গাঢ় নীল সালোয়ার, ওড়না ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকে ছন্দ ফুটিয়ে তোলা যায়।

মিল: পোশাকের আকার আকৃতির মিল থাকতে হবে। পোশাকের রঙের সাথে ছাপা বা নকশার মিল থাকতে হবে। আবার জমিনের সাথে নকশা বা ডিজাইনের মিল থাকতে হবে। যেমন- শিশুদের পোশাকে বড় বড় ছাপা ব্যবহার করলে সেটা বেমানান হবে। মোটা ও বেঁটে মেয়ের পোশাকে আড়াআড়ি নকশা ব্যবহার করলে পোশাকটি বেমানান দেখাবে।

প্রাধান্য : প্রাধান্যের মাধ্যমে পোশাককে বৈচিত্র্যময়, সৌন্দর্য মন্ডিত ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। সাধারণত: পোশাকের যে অংশ সহজে মানুষের দৃষ্টিতে পড়ে সে অংশে বিভিন্ন ডিজাইন বা সুচি নকশার মাধ্যমে প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয়। যেমন- একটি কামিজের সামনের অংশে অ্যাপ্লিক বা সুচি নকশা বা ব্লক করে প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয়।

পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। আর ব্যক্তিত্ব সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন পোশাকে যথাযথভাবে শিল্পনীতি ও শিল্প উপাদানের প্রয়োগ।

শিক্ষার্থীর কাজ	পোশাকে বিভিন্ন রেখার ব্যবহার করে কীভাবে পোশাককে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা যায় তা চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।

সারাংশ

পোশাকের সৌন্দর্য বর্ধনে এবং বৈচিত্র্য আনয়নে শিল্পনীতি ও শিল্প উপাদান প্রয়োগ করা হয়। রং, রেখা, আকার, জমিন, বিন্দু ইত্যাদি উপাদান এবং ভারসাম্য, সংগতি, মিল, ছন্দ, প্রাধান্য ইত্যাদি শিল্পনীতি প্রয়োগ করে পোশাক আকর্ষণীয় ও ব্যক্তি বিশেষের জন্য যথোপযুক্ত করে তোলা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হালকা সবুজ কামিজ ও গাঢ় সবুজ সালোয়ার ও ওড়না ব্যবহার করে পোশাকে কোন শিল্পনীতির প্রয়োগ করা হয়?
ক) সংগতি খ) ছন্দ
গ) মিল ঘ) প্রাধান্য

২। পোশাকে বিভিন্ন ধরনের রেখার ব্যবহারে ব্যক্তিকে মনে হয়-
i) উজ্জ্বল ও ম্লান
ii) লম্বা-চিকন ও বেঁটে-মোটা
iii) ফর্সা ও শ্যামলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মল্লিকা তার পোশাক তৈরির সময় সচেতনভাবেই শিল্পকলার নীতি ও উপাদানসমূহের প্রয়োগ করে থাকে। ফলে তার কম উচ্চতা ও স্থূলকায় দৈহিক গড়নের পর ও তাকে ততটা খাটো ও মোটা লাগে না। বরং সে তার পোশাকে রং, রেখা, ছন্দ ও মিলের এমন সমন্বয় ঘটায় যে তাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেখায়।
ক) শিল্প উপাদানগুলো কী?
খ) মল্লিকার পোশাক তৈরিতে বিশেষ করে কোন কোন শিল্প উপাদানের প্রতি সচেতন থাকা প্রয়োজন?
গ) মল্লিকার পোশাকের জন্য কোন ধরনের রং বাছাই করা উচিত এবং কেন?
ঘ) মল্লিকার পোশাক পরিকল্পনায় রং, রেখা, ছন্দ ও মিলের সার্থক সমন্বয় ঘটান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শিল্পকলার উপাদানগুলো কী কী?
২। পোশাকে রং এর ব্যবহার কীভাবে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে?
৩। পোশাকে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের রেখার প্রভাব বর্ণনা করুন।
৪। পোশাকে বিভিন্ন ধরনের জমিনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৫। শিল্পকলার নীতিগুলো কী কী?
৬। পোশাকে ভারসাম্য বা সমতা কত ধরনের হতে পারে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পোশাকে শিল্পকলার উপাদানসমূহের ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২। একজন শ্যামবর্ণা লম্বা কিশোরী মেয়ের স্যালোয়ার কামিজ তৈরিতে শিল্পকলার উপাদানসমূহের যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার করে পোশাক পরিকল্পনা করুন।
৩। পোশাকে শিল্পকলার নীতিসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪। পোশাকের বৈচিত্র্য আনয়নে এবং পরিধানকারীর দৈহিক ত্রুটি আড়াল কার শিল্পকলার উপাদান ও নীতিসমূহের প্রয়োগ কীভাবে করা যায়? আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৪.১ : ১। ক, ২। ঘ, ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৪.২ : ১। ঘ, ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৪.৩ : ১। খ, ২। খ